আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল মার্কার পথসভা

আমার উপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখেন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দেবো। আমাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করুন, আমি আপনাদের বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখব। আপনাদের সাথে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে, সেই বিশ্বাসের প্রমান দেব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ঈগল মার্কার প্রার্থী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী অফিসে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর, বুড়োপাড়া, বাগুন্দি, আইলহাস, শিশিরদাড়ি, পাইকপাড়া, ঘোলদাড়ী ও হোসেনপুর গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেন।

গণসংযোগকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আরো বলেন, আমি আপনাদের এলাকার সন্তান। তাই আপনাদের মাঝে এসেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সাথেই থাকব। এটাই আমার অঙ্গিকার। এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করতে চাই। তার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নবান্ধব সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিটালের পাশাপাশি উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতে হবে। একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ গড়তে হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এড. আব্দুল মালেক, সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এড. শফিকুল ইসলাম শফি, শরিফ চৌধুরী, কমল কুমার বিশ্বাস, বজলুল রহমান প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



জেলা গঠনে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, আমরা কোন প্রতিপক্ষ কে ভয় পায়
না আমার নির্বাচনের সময় আমাকে দুইবার গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা
করা হয়েছিলো। তারপরেও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় বেঁচে আছি, আপনাদের সমর্থন নিয়ে পাঁচ বছর পৌর বাসীর সেবা করেছি।

তিনি আরো বলেন আমাদের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যাক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খানকে জয়যুক্ত করুন, এ সময়, হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন আজকের জনসমাবেশে দেখে আনন্দিত ও উচ্ছাছিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গার দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রিয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও

আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো এই কারনে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ফ্রিজ মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।



এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পত্নী দিলরুবা তনু ও পুত্র আল-আকসা তানজিম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, মুফতি আব্দুল্লাহ, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান জান্টু, টিটু আহমেদ আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

জনসভা সফলের লক্ষে মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপির আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী জনসভা সফল করার লক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামি ৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এ টিম ফুটবলে মাঠে এ নির্বাচনি জনসভার লক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রস্তুতি সভায় উপজেলা ও পৌর এবং ইউনিয়ন আওয়ামীলীগসহ তার সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী জনসভা সফলের লক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতিক দিয়েছেন। নৌকা প্রতিককে বিজয়ী করার লক্ষে আপনারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করেন । নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করবেন। আগামী ৪ জানুয়ারীর নির্বাচনী জনসভা সফল করার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন। যারা প্রকৃত আওয়ামীলীগ করেন আমি বিশ্বাস করি তারা অবশ্যই নৌকায় ভোট দেবে।

প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি খোস্তার জামিল, প্রশান্ত অধিকারী,সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন,বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগাঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল হক পানু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা জাসদের সভাপতি ও পৌর মেয়র এম.সবেদ আলী, সাবেক নির্বাহী সদস্য শাহ আলম, হারদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা। আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতা, ঠান্ডু মিয়া, সাবেক পৌর

সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন,সাবেক উপ- প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান ও হারদী ইউনিয়ন সভাপতি আশিকুর রহমান ওল্টু,কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, মুন্সি ইমদাদুল হক,ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার, মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাস, এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, সোহানুর রহমান সোহান, বাড়াদী ইউনিয়ন সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলী, সম্পাদক রাহাব আলী, কালিদাশপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেহালার সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাষ্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, কুমারি ইউনিয়ন সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, সদস্য মনিরুজ্জামান হিটু, পৌর যুবলীগের সভাপতি আসাদুল হক ডিটু,ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার সামিম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হুসাইন বাদশা, সাকিব, অটল, রকি, প্রমুখ।

দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে নতুন বই বিতরণ

দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের উদ্বোধন ও নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় শ্যামপুর মোয়াজ্জেম হোসেন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং এর আঙ্গিনায় কিন্ডার

গার্ডেন স্কুলের উদ্বোধন ও নতুন বই বিতরণ করা হয়।

মাহবুব উল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরন-আন থেকে তেলোয়াত করেন মাদ্রার ছাত্র জুনায়েত হোসেন। মাদ্রাসায় কোরান শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরাজী, অংক ও সমাজ বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে জানান কর্তৃপক্ষ।

অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য হাজী জাহিদুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ হাফিজুর রহমান, হাজী মোঃ হাবিবুল্লা, হালসা কিন্ডার গার্ডেনের শিক্ষক সাইদুর রহমান, মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্যামপুর জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাওঃ জুনায়েত হোসেন।

জীবননগরে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ

জীবননগর উপজেলায় বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে।

সারাদেশের ন্যায় জীবননগর উপজেলার ৭১টি প্রাথমিক, ৩২টি কিন্ডার গার্টেন ও ৭টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৯৫% ব্ই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭টি মাদ্রসা ও একটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বিতরণ করা হয়েছে।

জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যাদব কুমারে সভাপতিত্বে বই বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ।

পরিবর্তন ও চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ঈগল প্রতীকে ভোট দিন

চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা আমার প্রাণশক্তি, তারাই আমার সাহস, তারাই আমার ক্ষমতা। আলমডাঙ্গাবাসী আমি আপনাদের ভাই, আপনাদের সন্তান, আপনাদের আপনজন। আমি চুয়াডাঙ্গা কলেজে পড়েছি। অ্যাডভোকেট শফি মামার হাত ধরে ছাত্রলীগ করতাম। তখন সেই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম। মানুষ মনে করে দিলীপ কোথা থেকে এসেছে। চুয়াডাঙ্গায় ১৯৪২ সালে রুপছায়া সিনেমা হল তৈরি হয়েছিলো। তখন আমার দাদা ওই সিনেমা হল পরিচালনা করতেন। জার্মানির কার্লসরুহে ইউনিভার্সিটি থেকে আমার বাবা লেখাপড়া করে আসেন। টকিজ সিনেমা হলে ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি আলমডাঙ্গাতেই ছিলাম। আমি এই জনপদে মাটি ও মানুষের টানে বারবার ছুটে আসি। সেই টান নামিয়েছে ভোটের যুদ্ধে। এই টান ঈগল প্রতিক নিয়ে পরিবর্তনের জন্য নেমেছি।

দিলীপ বলেন, সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছায়,আপনাদের চেষ্টায় এই পরিবর্তন আসবেই। পরিবর্তন না আসলে এই জনপদের উন্নয়ন সম্ভব না। আমাদের

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল বাতেন,গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, বেলগাছি ইউনিয়নের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কাউন্সিলর আশরাফুল ইসলাম বাবু, কাউন্সিলর জাসদ নেতা ডালিম, উপজেলা জাসদের সভাপতি গেলাম সরোয়ার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ও বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, তবারক হোসেন, কৃষকলীগ নেতা বজলুর রহমান, দীপক বিশ্বাস, কাউসার আলী কসর, সাহাবুল হক, মহিলা নেত্রী সামসাদ রানু, যুবমহিলা আওয়ামীগের জেলা সভাপতি আফরোজা পারভীন, এ্যাড, স্নিগ্ধা, মর্জেম হোসেন, রানা মন্ডল,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নয়ন সরকার, সেলিম রেজা তপন, সজীব প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার ফ্রিজ প্রতীকের প্রার্থী রাজ্জাক খানের গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ফ্রিজ মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা অব্যাহত রেখেছেন।

আজ সোমবার সকাল থেকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমুরদিয়া, গোরস্থানপাড়া, হকপাড়াসহ সদরের আমিরপুর, সরিষাডাঙ্গা, বোয়ালমারী, আলমডাঙ্গার বড়গাংনী, মুন্সীগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন।

বিভিন্ন স্থানে উঠান বৈঠক নারী পুরুষদের গণজমায়েতে সৃষ্টি হয়। উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ পরিনত হচ্ছে গণজোয়ারে । এ সময় আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ জনতার ভালোবাসায় শিক্ত হন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের মেম্বার ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেই।

আজ সোমবার সকাল থেকে গণসংযোগ কালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর

রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, চুয়াডাঙ্গাবাসী অধীর অপেক্ষায় ছিলো সং যোগ্য প্রার্থীর জন্য, সেই শূন্যতা আজ পূরন হয়েছে আগামী ৭ তারিখে আপনারা ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে নম্র ভদ্র নামাজী সমাজ সেবক গরিবের বন্ধু আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজকে নির্বাচিত করুন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মিনিষ্টার মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি বলেন, চুয়াডাঙ্গা বাসীর সুযোগ এসেছে ঘুড়ে দাড়ানোর। আমরা স্বাধীন ভাবে থাকতে চাই, সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে বাঁচতে চাই, আর আপনারা কত অবহেলিত থাকবেন আসুন সবাই ৭ তারিখে ফ্রিজ মার্কায় ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে স্মার্ট ও আধুনিক মানের চুয়াডাঙ্গা গড়তে সহায়তা করুন। আপনারা কারো কোন হুমকিতে ভয় পাবেন না, ৭ তারিখে আপনারা আপনাদের ভাগ্যোর পরিবর্তন করুন।

পরে চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভা করেন, এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ,জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সবুজ আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা পৌর ২নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফারুক, মিলন, সোহেল রানা, সাজ্জাদ, মিলন, আব্দুল কাদের, জাহাঙ্গীর, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রবজেল আলী, খান ফয়সাল, বাদশা, জীম, বাবুল, সোহাগ, ছমির, মিনারুল ইসলাম, উজ্জ্বল বিশ্বাস, তানভীর কবির, নারী নেত্রী সালেহা বেগম, টুটুল, উজ্জ্বল বিশ্বাস, শান্তনা খাতুন, আশা খাতুন, সম্পা খাতুনসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

চুয়াডাঙ্গায় বই উৎসব উৎযাপন নতুন বই পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরা

মান সম্মত শিক্ষা শেখ হাসিনার দিক্ষা এই স্লোগান সামনে রেখে সারা দেশের মত চুয়াডাঙ্গা জেলায় বই উৎসব পালিত হয়েছে। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা কেদারগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় বই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের বই তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বই উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা তুজ জোহরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) সাজিদ হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা বৃন্দ সহ শিক্ষার্থী অভিভাবক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সোহরাওয়ার্দী স্মরণী বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থী তাসফির হাসান বলেন, নতুন বছরের প্রথম দিনে বই পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে এবং বই পেয়ে আমি খুব আনন্দিত সাথে আমার ক্লাসের সকল বন্ধু এবং বান্ধবী নতুন বই পেয়েছে। আমরা নতুন বই নিয়ে বাড়ি ফিরেই পড়ালেখা শুরু করবো এবং নতুন নতুন কিছু শিখবো।

বই উৎসব উৎযাপনে চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ প্রত্যেক উপজেলায় বিভিন্ন আয়োজনে পালিত হয়েছে এই উৎসব। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যমতে প্রত্যেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বই উৎসব পালিত হয়।

এ বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় শিশুদের জন্য বরাদ্দ এসেছে প্রায় ৯ লাখ বই। বই বিতরণ উপলক্ষে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার মো: আতাউর রহমান জানান, জেলায় ১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ও এবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল, ভোকেশনাল প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১৬ লাখ ৬৮ হাজার ২২৪টি বইয়ের চাহিদা দেওয়া হয়ছিল। এর মধ্যে বই এসেছে ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯১৬টি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাবিবুর রহমান জানান, প্রাথমিকের শতভাগ বই এসেছে চুয়াডাঙ্গায়। চাহিদা ছিল পাঁচ লাখ ৮৭ হাজার ৮৭৭টি বইয়ের। সবগুলা বই চুয়াডাঙ্গায় এসেছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের মধ্যস্থাতায় আরবিয়া ফিরে পেলো তার সুখের সংসার

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা থানাার বকশীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের কন্যা মোছাঃ আরবিয়া খাতুন এর সাথে একই থানার বেগেরখালী গ্রামের দুলালের ছেলে মোঃ শিপন এর ইসলামী শরিয়া মোতাবেক ১৫ বছর পূর্বে বিবাহ হয়।

সংসার জীবনে মেয়ে জীম ও ছেলে জীবন(৬) নামে দুইটি সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকে আরবিয়া খাতুন ও স্বামী শিপনের মধ্যে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ হয়। এক পর্যায়ে আরবিয়াকে তার স্বামী শিপনসহ বাড়ির লোকজন মারপিট করে সন্তানসহ তার পিতার বাড়িতে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিমাংসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এক পর্যায়ে মোছাঃ আরবিয়া খাতুন তার স্বামী-সংসার ফিরে পাওয়ার জন্য পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা, অভিযোগটি তাঁর কার্যালয়ে অবস্থিত ‘উইমেন সাপোর্ট

সেন্টার’ এর মাধ্যমে আজ রবিবার দুপুরে উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারে কর্মরত পুলিশ সদস্যরা তাদের উভয়কে বোঝানোর চেস্টা করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের সহায়তায় মোছাঃ আরবিয়া খাতুন ও শিপন সব বিবাদ ভুলে সুখে-শান্তিতে সংসার করতে সম্মত হয়।

এভাবে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে মোছাঃ আরবিয়া খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার ও শিশু সন্তানরা ফিরে পেল পিতৃস্নেহ।